রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ২৭, ১৯৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ই চৈত্র, ১৪০২ বাং/২৩শে মার্চ, ১৯৯৬ ইং

এস, আর, ও, নং ৪৫-আইন/৯৫/শ্রওজ-১০/মজুরী-৩/৯৫—Minimum Wages Ordinance, 1961 (XXXIX of 1961) এর section 6(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অত্র মন্ত্রণালয়ের এতদসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও, নং ২৬৪-আইন/৮৮/শা-১০/রায়-৬/৮৭, তারিখ: ১০ই ভাদ্র, ১৩৯৫/২৫শে আগস্ট, ১৯৮৮ বাতিলক্রমে এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছে যে, "বিড়ি শিল্প" প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত Ordinance এর section 3(1) এর অধীন গঠিত নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক একই Ordinance এর section 5 এর বিধান মোতাবেক সুপারিশকৃত এবং নিম্ন তফসিলে বর্ণিত মজুরীর হারসমূহ উক্ত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার হইবে, যথা:—

তফসিল

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণীবিভাগ।	মূল মজুরী টাকা।	বাড়ী ভাড়া ভাতা ৩০% টাকা।	চিকিৎসা ভাতা টাকা।	মোট টাকা।	দৈনিক মজুরী টাকা।
১	২	৩	৪	৫	৬
গ্রেড-১ :					
(১) বিড়ি তৈয়ারী শ্রমিক	১০৫০	৩১৫	১৫০	১৫১৫	৫৮

মূল্য: টাকা ২.০০

১	২	৩	৪	৫	৬
(২) লেবেল প্যাকিং কাম-বিড়ি তৈয়ারী শ্রমিক।					
(৩) লেবেল প্যাকিং শ্রমিক					
(৪) তামাক ভাংগাই শ্রমিক (হাতে)					
(৫) তামাক ভাংগাই শ্রমিক (মেশিনে)					
(৬) তামাক চিরাই শ্রমিক (হাতে)					
(৭) ডাটা চালানী শ্রমিক (হাতে)					
(৮) নিকচার শ্রমিক বিড়ির (জন্য)					
(৯) চালানী প্যাকিং শ্রমিক					
গ্রেড-৩	১০০০	৩০০	১৫০	১৪৫০	
(১) সাধারণ শ্রমিক					

কর্মচারীর পদবিন্যাস ও শ্রেণীবিভাগ	মূল মজুরী টাকা।	বাড়ী ভাড়া ভাতা ৩০% টাকা।	চিকিৎসা ভাতা টাকা।	মোট টাকা।
১	২	৩	৪	৫
গ্রেড-১ :	১৩৫০	৪০৫	১৫০	১৯০৫
(১) ষ্টোর কিপার				
(২) হিসাব সহকারী				
গ্রেড-২ :	১২০০	৩৬০	১৫০	১৭১০
(১) ষ্টোর সহকারী				
(২) ক্যাশিয়ার				
(৩) সেলসম্যান				
(৪) চেকার				
(৫) টাইপিষ্ট				
(৬) টেলিফোন অপারেটর				
(৭) সীট লেবক				
(৮) কাগজ বিতরণী				
(৯) ড্রাইভার				

১	২	৩	৪	৫
গ্রেড-৩:	১০০০	৩০০	১৫০	১৪৫০
(১) পিয়ন				
(২) দারোয়ান				
(৩) মালি				
(৪) সুইপার				
(৫) তামাক মাপা				
(৬) পেপার কাটিং				
(৭) প্রচারক				

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরী বোর্ড

বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠান

সুপারিশ, ১৯৯৫

১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং ৩৯)-এর ৫(১) ধারার বিধান অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ ইং তারিখে জারীকৃত এস, আর, ও, নং-১৮৩-আইন/৯৩ শ্রওজ-১০/মজুরী-৯/৯২ (অংশ) প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠান-এ নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের জন্য অত্র বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একই প্রজ্ঞাপন দ্বারা মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য নিয়োগ করা হয়।

অতঃপর বোর্ডের বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বোর্ড কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বেশ কিছু বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশ্নপত্র প্রেরণের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং বেশ কিছু বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রমিকদের কর্মাবস্থা, মজুরী রেজিস্টার, মালিকের মজুরী প্রদানের পদ্ধতি, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় সমেত আরও কতিপয় বিষয় পর্যবেক্ষণক্রমে খসড়া সুপারিশ প্রণয়ন করা হয় এবং নিম্নতম মজুরী বিধিমালার ১৫(১) বিধি মোতাবেক খসড়া সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিকসহ সাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটের মারফত প্রচার করা হয়। উক্ত খসড়া সুপারিশের উপর ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী বিধিমালার ১৫(২) বিধি মোতাবেক দাখিলকৃত আপত্তি/প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া খসড়া সুপারিশ আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী

অধ্যাদেশের ৫ ধারা মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করা হইতেছেঃ—

১। বাংলাদেশে অবস্থিত বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন পদবী, কাজের ধারা ও প্রকৃতি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে (১) গ্রেড-১ এ এবং কর্মচারীদের (১) গ্রেড-১, (২) গ্রেড-২ ও (৩) গ্রেড-৩ এই ৩ (তিন) শ্রেণীতে পদবিন্যাস করা হয় যাহা এতদসংগে সংযোজিত পরিচ্ছেদ "ক" এ বলা হইয়াছে।

২। বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিড়ি তৈয়ারী শ্রমিক ও তামাক বিভাগের শ্রমিকদের মাসিকভিত্তিক মজুরীর পাশাপাশি দৈনিক মজুরী নির্ধারণ করা হয় যাহা সংযোজিত পরিচ্ছেদ "ক" এ বলা হইয়াছে।

৩। কোন কোন বিড়ি ফ্যাক্টরীতে ফুরনভিত্তিক মজুরী প্রদান করার রেওয়াজ আছে বিধায় উহা নির্ধারিত মাসিক ও দৈনিক মজুরীর সমন্বয়কল্পে প্রতি শ্রমিকের দৈনিক বিড়ি তৈয়ারীর পরিমাণ উল্লেখ করিলে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের মধ্যে বিরাজমান সুসম্পর্ক বজায় থাকিবে। তাই ন্যূনতম দৈনিক বিড়ি তৈয়ারীর পরিমাণ উল্লেখ করা হইল।

৪। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন বিড়ি কারখানায় বিড়ি তৈয়ারীর পদ্ধতিগত কারণে কর্মরত শ্রমিকগণ একই পরিমাণ বিড়ি তৈয়ার করিতে পারেন না তাই ফ্যাক্টরীভেদে প্রতি শ্রমিককে দৈনিক ন্যূনতম ৪ হাজার হইতে ৫ হাজার বিড়ি তৈয়ার করিতে হইবে যাহাতে দৈনিক ন্যূনতম মজুরী ৫৮ টাকার সমন্বয় হয়। তবে যে সব বিড়ির পিছন দিক দিয়া কাঠি দ্বারা মুখ মোড়ানো হয় ঐসব বিড়ির উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম বিধায় উহার দৈনিক উৎপাদন ন্যূনতম ৪ হাজার তৈয়ার করিতে হইবে যাহাতে দৈনিক ন্যূনতম মজুরী ৫৮ টাকার সমন্বয় হয়।

৫। ফিল্টারযুক্ত এবং ঐ জাতীয় কিছু কিছু বিড়ি অন্যান্য বিড়ির সমপরিমাণ তৈয়ার করা যায় না বরং তুলনামূলকভাবে কম করা যায় বিধায় প্রতি শ্রমিককে দৈনিক ন্যূনতম ২ হাজার হইতে ২½ হাজার বিড়ি তৈয়ার করিতে হইবে যাহাতে দৈনিক ন্যূনতম মজুরী ৫৮ টাকায় সমন্বয় হয়।

৬। এই সুপারিশ ঘোষণার পর হইতে বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক "ক" পরিচ্ছেদে বর্ণিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিকদিগকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিষ্টারভুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন।

৭। যদি কোন বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরীপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে সেই শ্রমিক ও ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ২(৯) ধারা অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত নিয়োগকারী ঠিকাদার মালিকের ন্যায় একই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮। "ক" পরিচ্ছেদে উল্লেখিত মজুরী নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে অর্থাৎ প্রদেয় মজুরী উক্ত মজুরী হইতে কম হইবে না। উক্ত মজুরী অপেক্ষা কোথাও যদি অধিক হারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে তাহা হ্রাস করা যাইবে না। নিয়োগকর্তা/মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে নিজেদের উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ চুক্তি অনুযায়ী কোন শ্রমিক অথবা শ্রমিকদের অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

৯। যদি কোন বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদিগকে ফুরনভিত্তিক মজুরী দিয়া থাকেন তবে তাহাকে এই সুপারিশ মোতাবেক তাহাদের মজুরীর হার এইরূপ হারে সমন্বয় করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম না পান।

১০। "ক" পরিচ্ছেদে উল্লেখিত নিম্নতম মজুরী ছাড়া শ্রমিকগণ অন্যান্য যে সব সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকেন তাহা বলবৎ থাকিবে।

১১। কার্যকাল দেশের প্রচলিত/প্রযোজ্য শ্রম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

এ, এস, এম, হেদায়েত হোসেন
চেয়ারম্যান,
নিম্নতম মজুরী বোর্ড।

আলহাজ্ব রহিম উদ্দিন ভরসা
মালিক পক্ষের সদস্য।

সৈয়দ বদরুদ্দোজা নাজনু
শ্রমিক পক্ষের সদস্য।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।